GIMF উপমহাদেশ

পরিবেশিত

আস-সাহাব মিডিয়ার প্রকাশনার বাংলা অনুবাদ

ইমামের সাথের দিনগুলো ৫

ইমামের সাথের দিনগুলো (পর্ব-৫)

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহর, কল্যান এবং শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ্*র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার, তার সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এবং তার অনুসারীদের উপর।

হে মুসলিম ভাইয়েরা, আপনি যেখানেই থাকুন, আল্লাহ্*র শান্তি, দয়া এবং কল্যাণ আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। আর অতঃপর,

আজকে মজলিস হচ্ছে "ইমামের সাথের দিনগুলোর" মজলিসের ৫ম পর্ব যেখানে আমরা স্মরণ করব সেইসব সুন্দর স্মৃতিগুলো যার অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছিলাম মুজাহিদদের মুজাদ্দিদ শাইখ উসামা বিন লাদিন,আল্লাহ্* তার উপর অশেষ রহম করুন,সাথে অবস্থানকালে এবং আল্লাহ্* আমাদেরকে তার সাথে কল্যাণের উপর মিলিত করুন।

গত পর্বে আমি তোরা-বোরার স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে আমরা শত্রু এবং বন্ধুদের চিহ্নিত করা দিয়ে শুরু করব। আর প্রথমেই আমি বন্ধুদের এবং সাথীদের নিয়ে বলেছিলাম, আমি শাইখ ইউনুস খালিস এর কথা স্মরণ করে শুরু করতে চাই,আল্লাহ তার উপর অশেষ রহম করুন। তারপর আমি উল্লেখ করেছিলাম সেই শহীদ যোদ্ধা, কমান্ডার, শিক্ষক, আউয়াল গূলের কথা ,আল্লাহ তার উপর রহম করুন এবং তারপর ক্বারী আব্দুল আহাদ,আল্লাহ্* তার উপর অশেষ রহম করুন।

আমি গুরুত্বারোপ করতে চাই এবং আবারও বলছি আমি শহীদদের নিয়ে আলোচনা করব। আর যারা জীবিত আছেন, তাদের ব্যাপারে আগ্রহী ও শঙ্কিত হওয়ার কারনে আমি তাদের নিয়ে আলোচনা করতে চাই না যেহেতু যুদ্ধ এখনও উত্তেজনার শিখরে রয়েছে এবং শত্রুরা প্রতিটি তথ্যের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কিন্তু এই জীবিতদের কাছেই আমরা তাদের পরোপকারিতার জন্য ঋণী, আমরা তাদের ভুলতে পারি না এবং আমরা কখনোই তাদের ভুলব না ইনশাআল্লাহ্*। আর আমরা আল্লাহ্* সুবহানাহু তা'আলার কাছে দুআ করি তিনি যেন আমাদের সাহায্য করেন যাতে আমরা তাদের প্রতিদান স্বরুপ তাদেরকে উপকারের জন্য কিছু দিতে পারি। আর আমরা যদি তাদের সেই প্রতিদান তাদের কাছে পৌছে দিতে ব্যর্থ হই তবে আমরা আল্লাহ্*র কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদের হয়ে তাদের প্রতিদানের দায়িত্ব নিয়ে নেন।আসলে এই জীবিতদের দরুনই আমাদের সকল মূল্যায়ন, সকল ভালোবাসা, সকল শ্রদ্ধা ও সকল কৃতজ্ঞতা এবং ইনশা আল্লাহ্ এমন একটি দিন অচিরেই আসবে, যে দিনটি তাঁদের স্মরণে, তাদের ঋণে আমাদের উপর ও অন্যান্য মুজাহিদিন দলের উপর তাদের অনুগ্রহের দ্বারা দৃঢ় করা হবে।

এই পর্বটি রেকর্ড করার পূর্বে আমি এক ভাইয়ের সাথে তোরা-বোরার অবরোধ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তখন তিনি আমাকে হোমসের অবরোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং এটা হচ্ছে সিরিয়ার হোমসে আমাদের জনগণের উপর অবরোধ এবং কিভাবে জাতিসংঘ তাদের ধোঁকা দিয়েছিল সেই বিষয়ে। এই দূষিত/দুষ্কর্মা সংগঠনটি যা নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ পাঁচটি অপরাধীদের দ্বারা বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দেবার জন্য এবং মানবাধিকারের কথা বলার জন্য যেখানে বাস্তবতা হচ্ছে ওখানে অধিকার শুধু এই পাঁচটির জন্য। যারা বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের ঘোষনা দেয় এবং দাবী করে "আমরা প্রতিটি মানুষকে সমানভাবে মুল্যায়ন করি" কিন্তু আসলে তারা ধোঁকা দিচ্ছে যা আমি পূর্বে আমার কিতাব "ফুরসান তাহতা রায়াতুন্নবী (صلى الله عليه وسلم)" (নবীর (صلى الله عليه وسلم) পতাকার নিচে অশ্বারোহী) এর দ্বিতীয় সংস্করণে আলোচনা করেছিলাম।

আমি বলেছিলাম যে এই দূষিত/দুষ্কর্মারা বলে যে তারা কোন প্রকার ধর্মীয় ও জাতীয় বৈষম্য ছাড়াই সকল মানুষকে সমভাবে মূল্যায়ন করে, বাস্তবে সেখানেই তারা দুটি প্রধাণ বিভাজনকে গোপন করে থাকে যার মাধ্যমে তারা মানুষের মধ্যে বৈষম্য করেঃ

প্রথমটি হচ্ছেঃ জাতীয়তা ভিত্তিক বিভাজন এবং এর মাধ্যমেই তারা এই উম্মাহর মাঝে বিভেদ তৈরি করে। এভাবে, এটা সিরিয়ান, এটা মিশরীয়, এটা ভারতীয়, এটা পাকিস্তানি যেখানে আমরা সমগ্রটাই একটি জাতি একটি উম্মাহ। আর এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উম্মতে মুসলিমাহকে ৫০টিরও বেশী রাষ্ট্রে ভাগ করা যেখানে এটি একটি একক রাষ্ট্র ছিল।

দ্বিতীয়টি হচ্ছেঃ সেই বৈষম্য যার কথা তারা কখনোই বলে না, আর তা হচ্ছে ক্ষমতার ভিত্তিক বৈষম্য। তারা গণতন্ত্রের কথা বলে, নিরপেক্ষতা, ন্যায়বিচার এবং তাদের সেই সকল নকল/ভেজালমিশ্রিত পণ্যের কথা বলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এই ক্ষমতার প্রেক্ষিতে মানুষের মধ্যে বৈষম্য করে থাকে। এভাবে মাত্র পাঁচটি শক্তি সারা পৃথিবীকে শাসন করছে এবং অবশিষ্ট মানুষদের উপর দাপট করছে যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ।

প্রকৃতপক্ষে নোংরা এই সংস্থাটি আমাদের হোমসের জনগনকে অবরোধ থেকে বের করে এনে ধোঁকা দিয়েছে এবং এখন তাদেরকে বর্বর বাসার-আল-আসাদের জেলে প্রেরণ করেছে। আমাদেরকেও তোরা-বোরায় একই প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল যে আমরা যেন অবরোধ থেকে বেরিয়ে আসি এবং জাতিসংঘ-এর কাছে আত্নসমর্পণ করি যা আমরা এই স্মরণিকায় উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্⁕। কিন্তু আল্লাহ্⁕ সুবহানাহু তা'আলার অশেষ দয়ায় আমরা তা অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম, নিশ্চিতভাবেই হয় আমরা জীবিত বেরিয়ে যাব অথবা আমরা আমৃত্যু লড়াই করে যাব। আর এই তাওফীক্বের জন্য সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্⁕ সুবহানাহু তা'আলার

আমি আবার তোরা-বোরার গল্পে ফিরে যাচ্ছি এবং আমাদের বন্ধুদের নিয়ে আলোচনা করছি। আজ আমি একজন শহীদ যোদ্ধাকে নিয়ে আলোচনা করব যিনি তোরা-বোরায় আমাদের যতভাবে সম্ভব সাহায্য করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন শহীদ যোদ্ধা মৌলভী নূর মুহাম্মাদ(আল্লাহ তার উপর অশেষ রহম করুন)। এই সিংহ পুরুষটি ছিল ইসলামের সেই সিংহ যার নিখাদ ও পরিষ্কার প্রকৃতি, কষ্ট ও বিভিন্ন পরিস্থিতি দ্বারা শক্তিশালী হয়েছিল। এই মানুষটি একজন আলেম ছিলেন, একজন মুজাহিদ ছিলেন এবং মুজাহিদ আলেমদের মধ্যে একজন যুবক ছিলেন। তিনি জালালাবাদের মন্ত্রী সাহেবের গোত্র থেকে এসেছিলেন। তিনি তালেবান প্রশাসনের একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি যে পদটা দেখাশোনা করতেন তাকে বলা হত "ওয়ালিসওয়াল"। এই 'ওয়ালিসওয়াল' বলতে আমরা আমাদের দেশে যা বুঝি তা হচ্ছে সিটি মেয়র বা সিটি কাউন্সিলের মেয়র যা গভর্নরের অধীন একটি প্রশাসনিক শাখা।

আর এভাবেই তিনি তালেবান সরকারের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। তারপর যখন আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের আক্রমণ শুরু হল, তিনি সাথে সাথেই মুজাহিদীনদের দলে যোগ দেন এবং আমরা যখন তোরা-বোরায় আসি এই যোদ্ধা মানুষটি পাহাড় বেয়ে উপরে উঠেন এবং আমাদের কাছে একদল মুজাহিদসহ উপস্থিত হন। আমরা তার সাথে দেখা করি এবং তিনি শাইখ উসামা বিন লাদিনকে (আল্লাহ্⁕ তার উপর রহম করুন) বলেন – আমি আপনার আদেশের আজ্ঞাবহ; আপনি আমাক যা কিছু খুশি করতে নির্দেশ দিন এবং আমি সর্বোতভাবে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করব।

এই মানুষটি তোরা-বোরার ঘটনার পরে শহীদ হয়ে যান এবং আমি মনে করি সেসব মুনাফিক্ব আমেরিকান দালালরাই তাকে হত্যা করেছিল। তিনি এবং তার ভাই উভয়েই পাকিস্তানের পেশোয়ারে নিহত হন,আল্লাহ তাদের দুজনের উপরই অশেষ রহম করুন।

মৌলভী নূর মুহাম্মাদ পাহাড়ে চড়ে উপড়ে উঠে এসেছিলেন এবং আমাদের যতভাবে সম্ভব সাহায্য করেছিলেন। আমার মনে পড়ে, তিনি এবং তার সাথে থাকা কিছু আনসার ভাই এবং আরো কিছু ভাই শাইখ উসামা বিন লাদিন (আল্লাহ্* তার উপর রহম করুন) এর কাছে এই অঙ্গীকার করেন যে –তাদের এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন অবশ্যই দুনিয়া ও আখিরাত দোজাহানে অবশিষ্ট থাকবে।আর সকল প্রশংসা আল্লাহ্* সুবহানাহু তা'আলার যিনি আমাকে এই অঙ্গীকারে উপস্থিত থাকার মাধ্যমে সম্মানিত করেছিলেন। আমি তাদের হাতের মধ্যে আমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের সাথে আমিও শাইখের কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম, আর আল্লাহ্* সুবহানাহু তা'আলার নিকট আমাদের কাছে থেকে তা কবুল করার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম।

আমি এ সময়ের একটা মজার কথা স্মরণ করতে পারি যা মৌলভী নূর মুহাম্মাদ সেই সময় বলেছিলেনঃ আয়মান আয-যাওয়াহিরী কোথায়? আমরা শুনতে পেয়েছি যে তিনি নিহত হয়েছেন! ফলে আমি হেসে দেই এবং বলিঃ না তিনি এখনও বর্তমান (জীবিত) আছেন।

আমার মনে পড়ে আমি তাকে বলেছিলাম, "ও মৌলভী! আমরা এই মুহূর্তে সায়্যিদুনা হুসাইন বিন আলী (رضي الله عنهما) -র মত। চতুর্দিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত"।তিনি বলেছিলেন-সত্যিই,আল্লাহর শপথ, আমরা হুসাইন বিন আলীর মতই ।

মৌলভী নূর মুহাম্মাদ আমাদের অনেক সাহায্য করেছিলেন। সবচেয়ে বড় যে সাহায্যটা তিনি আমাদের করেছিলেন তা হচ্ছে তিনি জালালাবাদের স্থানীয় নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি তাদের কতককে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি আমাদের কাছে একজন গোত্র প্রধানকেও নিয়ে এসেছিলেন যে তালেবান সরকারের একটি পদে ছিলেন। তারপর যখন ভন্ডদের সরকার আসল সে সেখানেও ডেপুটি হিসেবেই যোগ দিল! এটা যুদ্ধের অন্যতম আশ্চর্যজনক একটা ব্যাপার! যুদ্ধে প্রকৃত বন্ধু, প্রকৃত শত্রু এবং এ দু'য়ের মাঝে একদল লোকের সাক্ষাত আপনি সব জায়গায় সবসময়ই পাবেন। যখন আমেরিকানরা আসল এই লোকটিও প্রকৃতপক্ষেই সেই ভন্ড-প্রতারকদের সরকারে ডেপুটি হিসেবে যোগ দেয়। কিন্তু তার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা মূলত দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়, একদিক ছিল ক্ষমতা যা সে ছাড়তে চায়নি অপরদিকে মুজাহিদীনদের জন্য তারা ভালোবাসা। অতঃপর এই লোকটি পাহাড় বেয়ে আমাদের কাছে উঠে আসে এবং ভিতরে ভিতরে চলা তার এই মানসিক যুদ্ধটাও তার চেহারায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। শাইখ উসামা বিন লাদিন (আল্লাহ্* তার উপর রহম করুন) যুদ্ধকালীন তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে বললেনঃ আমরা তোমাদের ভাই, মুজাহিদীন, মুহাজিরীন (হিজরতকারী) , গুরাবা (অপরিচিত) এবং ভ্রমণকারী। আর এটা আফগানদের জন্য খুবই সমস্যা সংকুল একটা বিষয়। আমরা আপনাদের আরব ভাই, আপনাদের সাথেই জিহাদে (যুদ্ধ) শরীক হয়েছি; আমরা আপনাদের কাছ থেকে কোন কিছুই চাই না; যুদ্ধ হচ্ছে আমাদের ও আমেরিকানদের মধ্যে। তাহলে কেন আপনি এখানে আসলেন?"

লোকটি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং বললঃ না না, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমার দিক থেকে আপনাদের কোন ক্ষতি হবে না। তখন শাইখ বললেনঃ আমরা আপনার সাহায্য চাই। সে বললঃ আমি আপনাকে সহায়তা করব এবং রসদ সরবরাহ করব।

এই লোকটি তোরা-বোরার অবরোধের একজন অংশীদার ছিল এবং আমাদের চারপাশে থাকা অবরোধের একটি অংশের সেকশন-ইন-চার্জও ছিল। আর আবশ্যই এটাও ছিল যুদ্ধের একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার!

সাধারণ আফগানদের ব্যাপারটা হচ্ছে যে তারা সত্যিকার অর্থেই ক্রুসেডারদের ঘৃনা করে এবং নিজেদের নিয়ে গর্বিত যারা ইংরেজদেরকে হারিয়ে দিয়েছিল; আর তারা ছিল সেই জাতি যাদেরকে ইংরেজরা কখনোই পরাজিত করতে পারেনি। এমনকি যখনই তাদের কেউ কাউকে গালি দেয়,তবে তারা বলে 'এ হচ্ছে ইংরেজ'! এমনকি কখনোও যদি তারা ইংরেজদের দেখানোর জন্য তাদেরকে কোন উপহার দেয়, তখন বরং তারা অন্তর থেকে তাদের অভিশাপ দেয়।

এই লোকটি শাইখ উসামা বিন লাদিনকে বললঃ আমি আপনাকে ওয়াদা করছি যে আমার পক্ষ থেকে কোন ক্ষতিই আপনাকে স্পর্শ করতে পারবে না। শাইখ তখন তাকে বললেনঃ আমরা চাই যে আপনি আমাদের কিছু বোমা ও সরঞ্জামাদি দিয়ে সহায়তা করুন। সে বললঃ আমি আপনার সেবায় হাজির আছি। শাইখ তাকে কিছু টাকা দেন যাতে সে তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে নিয়ে আসতে পারে। সে বললঃ ভাল,ইনশাআল্লাহ্* আমি আপনার জন্য এটা করব। শাইখ তাকে বললেনঃ আমি আপনার কাছে থেকে আরো একটা সাহায্য চাই। সে জিজ্ঞেস করলঃ কি? তিনি বললেনঃ আপনি আপনার এলাকার মোল্লা ও মৌলভীদের জুমার খুতবায় মানুষদের জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করতে বলবেন এবং তারা যেন তাদের কাছে এটা পরিষ্কার করে দেন যে এই আমেরিকানরা আফগান দখল করে নিয়েছে এবং জিহাদ আবশ্যক হয়ে গেছে। লোকটি তাকে প্রতিজ্ঞা করল এবং আমার জানা নেই সে তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেছিল কিনা।

আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে এই লোকটির সাথে আমাদের একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা আছে। এই লোকটি যার ব্যাপারে আমি বলেছিলাম যে সে অবরোধের একটি অংশের প্রধানের দায়িত্বে ছিল এবং আরেক ভাই যিনি ইবনে শাইখ আল-লিবী (আল্লাহ্* তার উপর রহম করুন)-র সহকারী ছিলেন তিনি তোরা-বোরা যুদ্ধের দায়িত্বেও ছিলেন; তিনি এবং তার সাথের একজন আনসার ভাইকে নিয়ে শাইখকে না জানিয়েই তার (লোকটির) গ্রামে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। এই গ্রামটি পাহাড়ের পাশেই ছিল যার ভেতরে বা যেখানে আমরা ছিলাম।

তাই সে (আনসার) ভাইদের একটি দলকে নিয়ে নিচে নেমে যায় এবং মর্টার শেলের মাধ্যমে তার গ্রামে আক্রমণ করে; আমার জানা নেই অন্য কোন বোমা ব্যাবহার করা হয়েছিল কিনা। আর আক্রমণের পর তারা ফিরে আসে। তখন সেই লোকটি শাইখকে এই বলে বার্তা পাঠায় যে -আমি আপনাকে বলেছিলাম যে নিশ্চিতভাবেই আমার পক্ষ থেকে আপনারা কখনোই ক্ষতিই হবে না, তাহলে আমাদের উপর আক্রমণ করা হল কেন?

আল্লাহ্* সুবহানাহু তাআলার অশেষ অনুগ্রহে সেই শেলগুলো কারো গায়ে লাগেনি। তাই শাইখ,আল্লাহ্* তার উপর রহম করুন,সেই ভাইকে তলব করলেন যিনি ছিলেন মুজাহিদীনদের প্রথম দিকের একজন এবং মুজাহিদীনদের মধ্যে অন্যতমও একজন বটে! আর শাইখ তাকে বললেনঃ ও ভাই, তুমি যা করেছ তা কি? সে উত্তর দিলঃ

আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিলাম যারা আমাদেরকে অবরোধ করে রেখেছে। তিনি বললেনঃ তুমি কি আমাদের এ ব্যাপারে জানিয়েছিলে অথবা নেতৃস্থানীয় কাউকে? সে বললঃ না, এটা আমি নিজে নিজেই করেছি। তিনি বললেনঃ ও ভাই আল্লাহকে ভয় কর, আমরা খুবই জটিল একটা পরিস্থিতিতে অবস্থান করছি, আর তুমি যদি এভাবে নিজে নিজেই কাজ করতে শুরু করে দাও তবে এটা হতে পারে যে যুদ্ধের ভারসাম্য আমাদের বিপরীতে চলে যেতে পারে; আর যারা আমাদের অবরোধ করে আছে তাদের মধ্যে আমরা সর্ব দিক দিয়েই বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তাই এমন পুনরাবৃত্তি করার আগে সতর্ক হও, বারবার সতর্ক হও।

এটা ছিল মৌলভী নূর মুহাম্মাদের অনেকগুলো সাহায্যের একটা যা তিনি আমাদের করেছিলেন।

এরপরও মৌলভী নূর মুহাম্মাদ তোয়ারা-বোরাতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের সাথে ছিলেন এবং তিনি অনেক বড় বড় সাফল্যই অর্জন করেছিলেন এবং আমি এটা প্রথমবারের মত বলছি যে আমার এটা জানা নেই আমেরিকানরা এটা জানত কিনা কিন্তু আমি এটা তাদেরকে খেপানোর জন্যই বলছি যে মৌলভী নূর মুহাম্মাদই সেই ব্যক্তি যিনি শাইখ উসামাকে তোরা-বোরা থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন।

আমি আগেও একবার বলেছিলাম যে শহীদ যোদ্ধা, নেতা এবং শিক্ষক আউয়াল গূল,আল্লাহ্* তার উপর রহম করুন,হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি শাইখ উসামা বিন লাদিনকে (আল্লাহ্* তার উপর রহম করুন) জালালাবাদ থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু যিনি শাইখ উসামাকে তোরা-বোরার কঠিন পাহাড়ী অবস্থা থেকে সহজ স্থানে নিয়ে এসেছিলেন তিনি হচ্ছে মৌলভী নূর মুহাম্মাদ তার লোকেরা,আল্লাহ্* তার উপর অশেষ রহম করুন।

এটা মৌলভী নূর মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মুজাহীদিনদের উপর একটা বড় অনুগ্রহ ছিল যে তিনি শাইখ উসামা বিন লাদিনকে তোরা-বোরা পাহাড়ী এলাকা থেকে বের হওয়াকে সহজ করে দিয়েছিলেন, আল্লাহ্* চান তো আমি আপনাকে নিয়ে আসব, যেভাবে শাইখের প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অনুগ্রহে এটা একটা সফল প্রত্যাগমন ছিল।

স্বভাবত তখন সারা দুনিয়ার চোখ তোরা-বোরার দিকে ছিল এবং পুরো ক্রুসেডার জোট তোরা-বোরাকে ঘেরাও করে রেখেছিল এবং আমেরিকনরা বলছিল, আমরা যখন উসামা বিন লাদিন এবং তার সঙ্গী-সাথীদের তোরা-বোরার মোকাবেলা শেষ করব তখন এই জটিলতা/সমস্যাটা শেষ হয়ে যাবে, আফগানিস্তান সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে এবং যুদ্ধ অচিরেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অনুগ্রহে এবং তাঁরই ক্ষমতায় এই ভাইদের মাধ্যমে সাহায্য করেছিলেন যারা শাইখ উসামা বিন লাদিনকে অবরোধ থেকে বের করে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাদের সেই ভাইদেরকেও অবরোধ থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন যা আমি সামনে বলব ইনশাআল্লাহ।

অবশ্যই শাইখের তোরা-বোরার অবরোধ থেকে বের হয়ে আসা, এটা একটা লম্বা ঘটনা যা আমি পরে বলব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু মৌলভী নূর মুহাম্মাদের ব্যাপারে আরো বলতে গেলে তোরা-বোরায় তিনি একাই আমাদের

প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না, সত্যি কথা হচ্ছে সেখানে আরো অনেকেই আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদের মধ্যে সেখানকার স্থানীয় লোকজনও ছিল।

মৌলভী নূর মুহাম্মাদ (আল্লাহ্‌* তার উপর রহম করুন) আমাদের বলতেন, একবার তিনি ও তার সাথী ভাইরা অস্ত্র এবং গোলাবারুদ নিয়ে তোরা বোরা পর্বতে উঠছিলেন। একজন বৃদ্ধা মহিলা এসময় তাদের দেখে ফেলেন। এই বৃদ্ধা মহিলাটি ভেবেছিলেন মৌলভী নূর মুহাম্মাদ,আল্লাহ্‌* তার উপর রহম করুন এবং তার দল আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তোরা-বোরাতে উঠছেন। মৌলভী নূর মুহাম্মাদ বলেন – 'বৃদ্ধাটি বলছিলেন, "তোমরা আরবদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছো? ধিক!" আর এই বলে বৃদ্ধাটি ক্রমাগত আমাদের মৃত্যু এবং ধ্বংসের জন্য অভিশাপ দিচ্ছিলেন। যতক্ষণ আমাদের দেখা যাচ্ছিলো, এই বৃদ্ধাটি আমাদের অভিশাপ দিয়ে গেলেন। আর আমরা চুপচাপ তা শুনছিলাম।'

মৌলভী নূর মুহাম্মাদ (আল্লাহ্‌* তার উপর রহম করুন) আরও বলতেন, একবার একজন লোক তার কাছে এসে তাকে বললেন – 'আমি জানি আপনি আরব ভাইদের সাথে দেখা করার জন্য তোরাবোরাতে ওঠেন। আমার কাছে এই সুদানী মটরশুঁটির বস্তাটি ছাড়া আর কিছু নেই, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি আমাদের আরব ভাইদের জন্য আমার পক্ষে থেকে এই বস্তাটি তোরা-বোরাতে নিয়ে যান, যেন পর্বতে তাদের অধ্যবসায়ে এটা একটা সাহায্যের উপলক্ষ হয়।

আরেকবার তোরাবোরার কাছাকাছি একটি মাসজিদে জুমু'আর সালাতের সময় গ্রামের একজন লোক দাড়িয়ে মুনাফিক সরকারকে (কারজাই-সরকার) অভিশম্পাত করা শুরু করলেন। তিনি বলছিলেন - "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে (ফায়সালা) করবেন। অচিরেই বিপদাপদ তোমাদেরকে পেয়ে বসবে। পাহাড়ে সাহাবাদের সন্তানেরা আছে আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং ওদের অবরুদ্ধ কর ! অনতিবিলম্বে তোমরা তোমাদের অর্জন দেখতে পাবে।"

অনেক গুরুত্বপুর্ণ ঘটনাই আছে যা আমরা শুনেছিলাম এবং সেখানে পুরো গ্রাম আমাদের সাহায্য করেছিল, আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল। আমরা সেখানে খুব আশ্চর্যজনক একটা ঘটনা লক্ষ্য করেছিলাম। কিছু গ্রামে সেখানকার দল ও গোত্র প্রধানরা শাইখ উসামার কাছে আসত এবং তাদের জন্য শাইখ উসামা বিন লাদিনকে একটি সার্টিফিকেট লিখে দেয়ার জন্য বলত যাতে লেখা থাকবে যে তিনি তার(শাইখ) সাথে এই যুদ্ধে দেখা করেছেন, তাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং তারা তার সেইসব ভাইদের মধ্য ছিল যাদেরকে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন। "আমরা এটা সংরক্ষণ করব, এই কারণে যে শাইখ উসামা বিন লাদিন আমাদের প্রশংসা করেছেন এবং আমরা তাকে স্বাগত জানিয়েছিলাম ও সাহায্য করেছিলাম। আর এটা ছিল আফগান জনগণ ব্যাপারে আমার কাছে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার!

সেখানে এমন অনেক আনসারও ছিলেন যারা মুনাফিক্ব সরকারের কাছ থেকে কঠোর হুমকি পাচ্ছিলেন। আমি আপনাদেরকে হাদী দীন মুহাম্মাদের ব্যাপারেও বলব যে জিহাদের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে দুনিয়া এবং

আখিরাত উভয়কেই হারিয়ে ফেলেছে। এই সময়ে সে খুব সম্ভবত জালালাবাদ গভর্নরের (কারজাই-সরকার) সহকারী হিসেবে কাজ করছিল বা ডেপুটি গভর্নর ছিল। তো সে যারা আমাদের সাহায্য করছিল তাদের কতককে এই বলে হুমকি দেয় যেঃ "তোমরা যদি আরবদের ত্যাগ না কর, তবে আমেরিকানরা ৫০টা বিমান পাঠাবে এবং তোমাদের গ্রামকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে"।

আর বাস্তবেই আমেরিকানরা সেই গ্রামে বিমান হামলা চালিয়েছিল এবং গ্রামটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, তার মা এবং ছোট একটা বাচ্চা বাদে তার পরিবারের সবাইকেই হত্যা করেছিল। তারা সেই গ্রামের ৫০জন মজলুম মুওয়াহিদ মুসলিমকে হত্যা করেছিল যাদের মধ্যে ১৮জন শহীদই ছিল তার পরিবারের সদস্য। আমরা আল্লাহ্* সুবহানাহু তা'আলার কাছে তাদের জন্য দয়ার প্রার্থনা করি। এমনকি এরপরও সেই আনসারী ভাইটি এবং অন্যান্য আনসারী ভাইয়েরা আমাদের ত্যাগ করেননি বরং আমাদের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাহায্য করে যাচ্ছিলেন।

সেখানে আরো একোটি গ্রাম ছিল যারা আমাদের সাহায্য করেছিল এবং শাইখ তাদের কাছ থেকে জিহাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল এবং বলেছিলঃ আমরা জানি এই যুদ্ধে খুব শীঘ্রই আমাদের এই গ্রামে ধ্বংসলীলার প্রচন্ডতা আসবে, তাই আমরা আপনার কাছে আমাদের লোকদের গ্রাম থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়ার অনুমতি চাচ্ছি এবং তারপর আমরা আপনার সাথে এসে যুদ্ধ করব। শাইখ অনুমতি দিলেন এবং তাদেরকে বললেন, আমি আমার তরফ থেকে প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করব যাতে তারা হিজরত করতে পারে। আমরা তাদেরকে সত্যবাদী বিবেচনা করেছিলাম কারন তারা আমাদের আশ্রয় দিয়েছিল এবং তারা আমাদের কাছে কিছুই চায়নি। কিন্তু তার পরেই যুদ্ধ আরো ভয়ংকর রুপ ধারণ করে।

অবশ্যই সেই দিনগুলোর পরিস্থিতি উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। চারদিকে প্রচন্ড আতংক বিরাজ করছিল আর আমেরিকান এবং তাদের দালালরা অদ্ভুত কিছু ব্যাপারে গুজব ছড়াচ্ছিল। তারা বলত অবশ্যই আমেরিকা সবকিছুই দেখতে পায়, আর তাদের কাছে এমন অস্ত্র আছে যা দিয়ে তারা যদি কালাশনিভ লক্ষ্য করে আক্রমণ করে তবে তা গলে যাবে এবং তারা ঘরের ভেতর কি রয়েছে তাও দেখতে পায়।

আর সীমান্ত থেকে তোরা-বোরার দৃশ্যটা খুবই ভয়ঙ্কর ছিল। যখন আমি তোরা-বোরা থেকে বেরিয়ে আসি যা আমি আপনাদের বলব (ইনশাআল্লাহ্*); আমি তোরা-বোরাকে বাহির থেকে দেখেছিলাম, এটা একটা ভয়ংকর দৃশ্য ছিল। তা ছিল এই রকম, তুমি কি সেই রাতের রকেটগুলিকে দেখেছ যার আগুনের শিখা পুরো এলাকাটিকে আলোকিত করে ফেলছিল? সকল প্রশংসাই আল্লাহর, আমরা তোরা-বোরায় ছিলাম, আল্লাহ্* আমাদের উপর প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছিলেন, কিন্তু যারা বাইরে ছিল তারা বলছিলঃ এটা হচ্ছে আরবদের জন্য একটা শ্মশান, তোরা-বোরাতে থাকা আনসার এবং মুহাজীরিনদের জন্য। এমন তীব্র ভয় ও আতংকের মাঝেই এই সাধারণ ও অসহায় মানুষগুলো তাদের সবকিছু দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছিল।

আমি আপনাদের ইতিমধ্যেই কয়েকবার বলেছি যে আমরা এই পরিস্থিতিতে এক আল্লাহর উপর নির্ভর করা শিখেছিলাম, এবং সেই সকল পাগড়ী পড়া দাড়িওয়ালা লোক, বিভিন্ন পদবী ও সার্টিফিকেটের সেসব লোক যারা

তাওহিদের উপর বই লিখেন ও শিক্ষা দিয়ে থাকেন বাস্তবে তাদের সকলের একবার সেই মাদ্রাসায় যাওয়া আবশ্যিক যাতে তারা তাদের তাওহিদের দারস আরেকবার লাভ করতে পারেন। কারণ বাস্তবে তাদের তাওহীদ হচ্ছে অপরিণত, এবং তাদের তাওহীদ সীমাবদ্ধ। আর উস্তাদ শাইখ মুহাম্মাদ ইয়াসীর(আমরা তাকে শহীদ মনে করি এবং আল্লাহ্‌* তার উপর রহম করুন) বলেন –"নিশ্চয়ই এখানে কিছু উলামা আছেন যারা ইলমের ক্ষেত্রে উস্তাদের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন কিন্তু ঈমানের ক্ষেত্রে মুনাফিকের অবমর্যাদায় পৌছে গেছেন।" আল্লাহর কাছে (এ সব থেকে) ক্ষমা কামনা করি।

আর আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই সাধারণ, অসহায় মানুষদের মধ্যে তাওহীদ এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের শিক্ষা দেখেছিলাম। বিষয়টা খুবই সাধারণঃ এরা হচ্ছে কাফির, ইসলামের শত্রু, এবং এরা হচ্ছে মু'মিন, মুসলিম, মুসলিমদের বন্ধু। তাই সমস্যাটাও তাদের কাছে খুব সহজ হয়ে গিয়েছিলঃ এরা হচ্ছে মুজাহিদ, আমি তাদেরকে সাহায্য করব, আর সে হচ্ছে কাফের, তার সাথে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এই অসাধারণ গুণাবলি নিয়েই এই মানুষগুলো আমাদের সাথে কাজ করত।

আর তীব্র আতংকের এই পর্যায়ে, আপনারা জানেন গেরিলা এবং সাধারণ উভয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাটা কত ভংয়কর হয়ে থাকে। আর যুদ্ধের এই প্রথম ধাক্কায়ও এই সাধারণ গরিব মানুষগুলো আমাদের সাথে ছিল; আর ইলমের ক্ষেত্রে তাদের বেশির ভাগই একবারে আওয়ামের পর্যায়ের ছিলেন। তারা খুব সম্ভবত শুধু ইবাদতের নিয়মগুলো জানত এবং কিভাবে সেগুলো পালন করতে হয়, আর কিছু ইসলামের মৌলিক খুটিগুলো সম্পর্কে। তাদের কোন ডক্টরেট ছিল না, কোন ডিগ্রি ছিল না, কোন পদবী ছিল না, অথবা এমন কিছু যা ঈমানকে কলুষিত করতে পারে এবং তাওহীদের সাথে গুলিয়ে ফেলতে পরে। অন্যান্য এলাকার মুজাহিদীনরাও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং এই বলে আমাদের কাছে আফসোস করতেনঃ আমরাও আপনাদের কাছে আসতে চাই কিন্তু পারছি না।

আরেকটি আশ্চর্যজনক ঘটনা যা আমি মনে করতে পারি তা হচ্ছে আমাদের প্রতি সাধারণ মানুষের সহানুভূতিশীলতা। ৯/১১ পর এবং যুদ্ধ শুরুর পূর্বে যখন ভাইয়েরা তোরা-বোরাতে ঘাটি তৈরি করা শুরু করলেন তারা তাদের জন্য জালালাবাদে একটি বাড়ির ব্যাবস্থা করেন। এটি তাদের জন্য একটি উপ-ঘাটি হিসেবে কাজ করত যারা চিকিৎসার জন্য, অথবা কিছু ক্রয় করার জন্য, অথবা যোগাযোগ অথবা অন্য যে কোন কিছু যা মুজাহিদদের জন্য প্রয়োজন ছিল। মাঝে মাঝে এখানে ভাইয়েরা ছুটির ব্যবস্থাও করত। মোদ্দা কথা,জালালাবাদে আরবদের জন্য একটি বাড়ি বা অতিথিশালা ছিল ।

যখন মুনাফিক্বদের হাতে জালালাবাদের পতন হয় তখন ইসলামি আমিরাতের মুজাহীদিনরা পিছু হটেন এবং তারা আক্রমণাত্মক ধারা থেকে গেরিলা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন, শহর ত্যাগ করে পাহাড় এবং গ্রামে চলে যান যা একটা সফল কৌশল ছিল এবং যার মাধ্যমে তারা ক্রুসেডার জোটকে ভেঙ্গে দেন এবং পরাজিত করেন, আমেরিকানদের পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করেন যাতে তারা আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার রাস্তা খুজতে থাকে। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি ইসলামিক অমিরাতের জন্য এমন পুণরাবৃত্তি করেন(সোভিয়েত ইউনিয়নের মত) ইনশাআল্লাহ্‌* এবং আমীরুল মু'মিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর(আল্লাহ তার

উপর রহম করুন, এই লেখাটি লেখার সময় তিনি জীবিত ছিলেন) কান্দাহারের ইমারাহ-এর ভবনটিতে ফিরে আসতে পারেন ইনশাআল্লাহ্*। আমরা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার কাছে এটাও প্রার্থনা করি যে তিনি যেন শীঘ্রই আমাদেরকে তার হাতে বাইয়াত নবায়নের জন্য সম্মানিত করেন ইনশাআল্লহ।

যখন মুনাফিক্বরা জালালাবাদে প্রবেশ করে, আপনারা জানেন আমেরিকানদের কাছে আরবদের বিক্রির বিষয়ে; তারা জালালাবাদে থাকা বাকি আরবদের খুজতে শুরু করে দেয় যাতে তাদেরকে আমেরিকানদের কাছে বিক্রি করতে পারে। তাই একদল সশস্ত্র মুনাফিক্ব দল এই অতিথিশালায় যায়। সেখানে একজন প্রহরী ছিলেন যিনি এই অতিথিশালার দায়িত্বে ছিলেন যাকে আমরা বেশ ধার্মিক বলেই জানতাম। তারা তাকে বললঃ আমরা ঘরে প্রবেশ করতে চাই। কিন্তু তিনি তাদেরকে বাধা দেন কারণ ঘরে তখন একজন ভাই ছিল যিনি জালালাবাদের পতনের খবর জানতেন না। তাই তারা ভাবল তারা ঘরে প্রবেশ করবে এবং আরব ভাইটিকে খুজে পাবে এবং তাকে আমেরিকানদের কাছে বিক্রি করে দিবে। অতঃপর সেই বিশ্বাসী প্রহরী লোকটি,আল্লাহ্* তাকে পুরষ্কৃত করুন আমাদের মধ্য সবচেয়ে সেরা পুরষ্কারে,সেইসব মুনাফিক্বদের বাড়িটিতে প্রবেশে বাধা দেন। তিনি তাদের সাথে ক্রমাগত তর্ক চালিয়ে যান এবং তারাও তার সাথে তর্ক চালিয়ে যায়, আর বাড়িটিতে শক্তিবলে প্রবেশ করার চেষ্টা করে।

এই বিতর্ক এবং ঝগড়ার মূল গুরুত্ব ছিল এই যে ঘরে থাকা ভাইটি পরিস্থিত টের পেয়ে যান এবং সেই অতিথিশালা থেকে পালিয়ে যান। তিনি দেয়াল টপকিয়ে আরেকটি বাড়িতে প্রবেশ করেন এবং এভাবে কয়েকটি বাড়ি পার হন। এ কারণে অন্যান্য ভাইয়েরা তাকে “জীবন্ত শহীদ” বলে থাকেন কারণ তারা ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি শহীদ হয়েছেন যতক্ষন না পর্যন্ত তারা জানতে পারেন যে তিনি একটি বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং কিছু সময়ের জন্য মুরগীর খাঁচায় লুকিয়ে ছিলেন যতক্ষন না পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে এবং তাকে ধাওয়া করা বন্ধ হয়।

তারপর সেই ভাইটি এই বাড়িটি থেকে বের হয়ে আসেন এবং কোথায় যাবেন কিছু না জেনেই হাটতে হাটতে জালালাবাদ চলে আসেন। তিনি বলেনঃ এভাবেই আমি একটি রাস্তায় ঢুকে পড়ি এবং হাটতে থাকি কিন্তু সবাই আমার দিকে তাকিয়ে ছিল এবং আমার কাছে এটা খুবই অদ্ভুত লেগেছিল কেন লোকেরা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে? তারপর আমি কারণটা আবিষ্কার করি এবং এর কারণ হচ্ছে রাস্তাটা ছিল বন্ধ এবং সেখানকার সবাই যেহেতু সেই মহল্লারই আধিবাসী এবং এই অধিবাসীদের সকলের কাছে যেহেতু তিনি একজন আগন্তুক তাই সবাই তারা তার দিকে তাকিয়ে ছিল যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন? যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে রাস্তাটি বন্ধ এবং দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন তখন সেই সড়ক বা সেই পথের একজন বাসিন্দা তাকে কাছে আসতে বললেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি কোথায় যেতে চান? তিনি তার একজন বন্ধুকে খুজছেন বা এমন কিছু একটা বলে উত্তর দিলেন। তখন লোকটি তাকে বললেন আসুন এবং তাকে নিয়ে তার বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তারপর তিনি(বাসিন্দা) তাকে বললেনঃ "আমি জানি যে আপনি একজন আরব এবং আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুজছেন, এখন রাতের সময় তাই আপনি বাইরে যেতে পারবেন না, তার পরিবর্তে আপনি সকাল পর্যন্ত আমার বাড়িতে থাকুন । আল্লাহ্* চান তো যতক্ষন আমি জীবিত আছি ততক্ষন আপনিও জীবিত আছেন, আর আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় মারা যাই তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আপনার দেখাশোনা করবেন।"

তখন ভাই তাকে বললেনঃ আল্লাহ্* আপনাকে সর্বোচ্চ পুরষ্কারে ভূষিত করুক। সে বলেছিলঃ "আমি তার ছেলেকে তালেবানদের তৈরি একটি মাদ্রাসায় পড়তে দেখতে পাই। তখন আমি বলি- "সুবহানাল্লাহ, এটা তালেবানদেরই কাজের বরকত,আল্লাহ্* আমাকে তালেবানদের বরকতের মাধ্যমে উপকৃত করেছেন"।

ভাইটি তার সাথে সকাল পর্যন্ত থাকেন, এবং বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। তিনি তাকে একটি রাস্তা দেখিয়ে বলেনঃ আপনি এই পথে যাবেন এবং তোরা-বোরা পাহাড়ের দিকে উঠতে শুরু করবেন। সে (ভাইটি) জানায় যখন সে রাস্তার মধ্যে ছিল তার কিছু জিনিস দোকান থেকে ক্রয় করার প্রয়োজন পড়ে। সে একটি দোকানে যায় এবং দোকানদার থেকে কিছু জিনিস ক্রয় করে এবং বেরিয়ে আসে। দোকানদার বুঝতে পেরেছিল যে সে একজন আরব তাই সে তাকিয়ে ছিল যাতে সে দেখতে পারে আরব ভাইটি কোথায় যায়। সে বললঃ আমি যাচ্ছিলাম কিন্তু ভুলপথে আর আমি দোকানদারকে এ বিষয়ে কিছুই বলিনি। অতঃপর দোকানদার আমাকে ডেকে বললঃ

এদিকে, এদিকে, তোমার পথ এদিক দিয়ে!

আর আমরা (এখন) এ পর্যন্তই সন্তুষ্ট হচ্ছি...

হে আল্লাহ্*, গৌরব আপনারই, আমরা আপনার প্রশংসা করি, আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি ব্যাতিত অন্য কোন মা'বুদ নেই, আমি আপনার ক্ষমাপ্রার্থী এবং আপনার দিকেই ফিরে আসি।

আর আমাদের সর্বশেষ দুআ এই যে সকল প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি বিশ্বজগতের মালিক। আল্লাহ্* আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তার পরিবার, তার সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমের উপর রহম করন। তিনি আমাদের ক্ষমা করুন।

আর আপনাদের উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমীন।